দৈনিক ইনকিলাব

12

তারিখ AUG 31 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

মুক্তির জন্য নারী শিক্ষা

লিলি হক

ইসলামে নারীর মর্যাদা অপরিসীম। মা, স্ত্রী ও কন্যাকে তথা সমগ্র নারী জাতিকে ইসলাম সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। আসুন আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই যেন ইসলাম ও বিজ্ঞানের মাঝে কোন ব্যবধান সৃষ্টি না হয়, পত্রিকার পাতা ভরে থাকে প্রতিদিন নারী হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি খবরে। অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তির মাধ্যমে আমরা এ ধরনের হিংস্রতা প্রতিরোধ করতে পারি। আর এজন্য প্রয়োজন নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। মেয়ে নয় মানুষ বলে নিজেকে ভাবতে হবে। চলাফেরায়, আচরণে শালীনতাবোধকে জাগ্রত রেখে আমাদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। এমনকি শান্তি প্রতিষ্ঠার ন্যায়দণ্ড নিজের হাতে তুলে নেব। এ জন্যই সবচাইতে বড় প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর, প্রয়োজনে সুদূর চীনে যাও।' বিদ্যা শিক্ষাকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য আমাদের ইসলাম ধর্মে ফরজ করা হয়েছে। দেশ ও জাতি গঠনে নারীর অবদানকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। আজ অফিস-আদালতে, কারখানায়, হাসপাতালে ও শিক্ষকতায় নারীরা পুরুষের পাশাপাশি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী এবং বিরোধ দলের নেত্রীও নারী। এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে? সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে নারী জাতির প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। কারণ একজন শিক্ষিত মা একটি ভাল জাতি দিতে পারে। অশিক্ষিত মায়ের সান্নিধ্য সন্তান-সন্ততির উপরে যে প্রভাব বিস্তার করে তা শুভ হতে পারে না। আত্মসচেতন নাগরিক ও কল্যাণকামী মানুষরূপে সন্তানকে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন শিক্ষিত মায়ের। আসুন আমরা প্রতি পাড়ায়, মহল্লায়, বস্তিতে ছড়িয়ে দিই বেগম রোকেয়ার জ্বালানো জ্ঞানের প্রদীপ শিখা। তিনি বলেছিলেন, 'শিক্ষাই নারী অত্যাচার নিবারণের মহৌষধ।'